[২০২০] ১ এস. সি. আর. ৯৩১

মহম্মদ সিদ্দিক এবং অন্য

বনাম

ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্য

(দেওয়ানী আপিল নং ৭৯ অফ ২০২০)

জানুয়ারী ০৮,২০২০

[এন. ভি. রমনা এবং ভি. রামসুব্রমণিয়ান, বিচারপতিদ্বয়]

মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ – ক্ষতিপূরণ – আপিলকারীদের পুত্র সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যায় – ভুক্তভোগী মোটরসাইকেলের পেছনে যাত্রী ছিল এবং একটি গাড়ি পেছন থেকে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে সে গাড়ি থেকে পড়ে যায় – ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত নেয় যে দুর্ঘটনাটি গাড়ির বেপরোয়া এবং অবহেলামূলক চালনার কারণে ঘটেছে এবং মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হিসেবে ১১,৬৬,৮০০ টাকা নির্ধারণ করে – এই সিদ্ধান্তটি উচ্চ আদালত সমর্থন করে, যদিও একটি শর্তসাপেক্ষে যে দুর্ঘটনার সময় মোটরসাইকেলে তিনজন যাত্রী ছিল, যার ফলে ১০% ক্ষতিপূরণ কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয় – উচ্চ আদালত ক্ষতিপূরণ কমিয়ে ৪,১৪,০০০ টাকায় নির্ধারণ করে – আপিলে, সিদ্ধান্ত: উচ্চ আদালতের এই মত যে মোটরসাইকেলের পেছনে দুইজন যাত্রী থাকা ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে, তা অনুমানভিত্তিক এবং কোনো সাক্ষ্য বা প্রমাণের ভিত্তিতে নয় – কোনো প্রমাণ না থাকায়, যা দেখাতে পারে যে ভুক্তভোগীর ভুল কাজ দুর্ঘটনা বা তার আঘাতের কারণ হয়েছে, তাকে যৌথ অবহেলার জন্য দায়ী করা যায় না – আরও, উচ্চ আদালত পিডাব্লিউ-২ এর সাক্ষ্য এবং মৃত ব্যক্তির চাকরি ও মাসিক আয়ের প্রমাণপত্রকে অস্বীকার করে এবং ১৮-এর পরিবর্তে ১৪-এর গুণক প্রয়োগ করে ভুল করেছে – সুতরাং, যৌথ অবহেলার জন্য ১০% ক্ষতিপূরণ কমানো অযৌক্তিক ছিল এবং ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির মাসিক আয়ের বিষয়ে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপও অপ্রয়োজনীয় ছিল – অতএব, উচ্চ আদালতের প্রাসঙ্গিক আদেশ বাতিল করা হয় এবং ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত পুনর্বহাল করা হয়।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বলেঃ ১. *মৃত ব্যক্তি চালক এবং অন্য একজনের সাথে একটি মোটর সাইকেলে চড়েছিলেন, এই সত্যটি নিজে থেকে, আরও কিছু ছাড়া,*

তাকে অবদানমূলক অবহেলার জন্য দোষী করে তুলতে পারে না। সর্বাধিক এটি তাকে আইন লঙ্ঘনের পক্ষ হওয়ার জন্য দোষী করে তুলবে। মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর ১২৮ ধারা, দুই চাকার মোটর সাইকেল চালকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, মোটর সাইকেলে একাধিক ব্যক্তিকে বহন না করার জন্য। ২০১৯ সালের সংশোধনী আইন ৩২ দ্বারা যুক্ত ১৯৪-গ ধারা, মোটর সাইকেল চালক এবং পিলিয়ন রাইডারদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা নির্ধারণ করে। অতএব, একজন ব্যক্তি চালক এবং পিলিয়নে আরও একজন ব্যক্তির সাথে মোটর সাইকেলে পিলিয়ন রাইডার হওয়া আইন লঙ্ঘন হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের লঙ্ঘন, আরও কিছু ছাড়া, অবদানকারী (অবহেলা, যদি না এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে তার অন্য দুজনের সাথে গাড়ি চালানোর কাজটি দুর্ঘটনা বা ভুক্তভোগীর উপর দুর্ঘটনার প্রভাবের জন্য অবদান রেখেছিল। লঙ্ঘন এবং দুর্ঘটনার মধ্যে অবশ্যই একটি কার্যকরী সংযোগ থাকতে হবে বা লঙ্ঘন এবং ভুক্তভোগীর উপর দুর্ঘটনার প্রভাবের মধ্যে একটি কার্যকরী সংযোগ থাকতে হবে। এটি এমন সময়ে ঘটতে পারে, যাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বা আহতদের দ্বারা আহত হওয়া আঘাতগুলি কম মাত্রায় হতে পারত, যদি ভুক্তভোগী আইন লঙ্ঘন না করত। অন্যথায় যা সাধারণ আঘাতের কারণ হতে পারত, তার ফলস্বরূপ ভুক্তভোগী আইন লঙ্ঘনের কারণে গুরুতর আঘাত বা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।/টিএস এই জাতীয় ক্ষেত্রে, যেখানে "আইন লঙ্ঘনের জন্য, দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বা প্রভাব হ্রাস করা যেত, যাতে অবদানমূলক অবহেলার নীতিটি আহ্বান করা যেতে পারে। বীমাকারীর ক্ষেত্রে এটি নয় যে দুর্ঘটনাটি নিজেই একটি মোটর সাইকেলে চড়ে আসা তিন ব্যক্তির ফলস্বরূপ ঘটেছিল। এমনকি বীমাকারীর ক্ষেত্রেও দুর্ঘটনা এড়ানো যেত না, যদি তিনজন ব্যক্তি মোটর সাইকেলে চড়ে না চড়েন। যে বিষয়টি স্বীকার করা হয় যে পিছন থেকে গাড়িটি মোটর সাইকেলটিকে আঘাত করেছিল। মজার বিষয় হল, ট্রাইব্যুনাল যে অনুসন্ধানটি নথিভুক্ত করেছে যে মৃত ব্যক্তি হেলমেট পরেছিলেন এবং গাড়িটি পিছন থেকে মোটর সাইকেলকে আঘাত করার পরে মৃত ব্যক্তিকে ছিটকে দেওয়া হয়েছিল, তা টিএম নয়। অতএব, হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত যে মোটর সাইকেলের পিলিয়নে ২ জন ব্যক্তি ভারসাম্যহীনতা যোগ করতে পারে, তা অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটি আবেদন বা রেকর্ডের প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়। পিডব্লিউ-৩ থেকে কিছুই বের করা হয়নি যাতে পিলিয়নে ২ জন ব্যক্তি ভারসাম্যহীনতা যোগ করে। [আনুচ্ছেদ ১৩][৯৩৯-এফ-এইচ; ৯৪০-এ-এফ]

২. অতএব, মৃত ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে ভুল কাজটি দুর্ঘটনা বা আঘাতের প্রকৃতির জন্য অবদান রেখেছিল তা দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণের অভাবে, ভুক্তভোগীকে অবদানমূলক অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেত না। অতএব অবদানমূলক অবহেলার জন্য ১০ শতাংশ হ্রাস করা স্পষ্টভাবে অযৌক্তিক এবং এটি বাতিল করতে হবে। [আনুচ্ছেদ ১৪] [৯৪০-এফ-জি]

৩. দ্বিতীয় যে ইস্যুতে হাইকোর্ট ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানকে উল্টে দিয়েছে, মৃত ব্যক্তির চাকরি এবং তার দ্বারা অর্জিত মাসিক আয় সম্পর্কিত। দাবিদারদের মতে, দুর্ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির বয়স ছিল ২৩ বছর এবং তিনি ম্যাট্রিকুলেটও ছিলেন না। তবে বলা হয়েছিল যে তিনি ৯৬০০/- টাকা মাসিক বেতনে একটি মালিকানাধীন সংস্থায় নিযুক্ত ছিলেন। সংস্থার একমাত্র মালিককে পিডব্লিউ-২ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং বেতনের শংসাপত্রটি পিডব্লিউ-১/৮ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল যার প্রমাণ রেকর্ড করার সুবিধা ছিল এবং যার ফলস্বরূপ 'সাক্ষীর আচরণ পর্যবেক্ষণের সুবিধা ছিল, বিশেষভাবে একটি ফলাফল রেকর্ড করেছে যে পিডব্লিউ-২-এর সাক্ষ্য বাতিল করার কোনও কারণ ছিল না। [আনুচ্ছেদ ১৫][৯৪০-এইচ; ৯৪১-এ-বি]

৪. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাইকোর্ট ভেবেছিল যে, নিয়োগকর্তার বেতন ভাউচার এবং আয়কর রিটার্ন সহ অন্যান্য নথি পেশ করা উচিত ছিল, যাতে কর্মসংস্থানের প্রকৃতি এবং মাসিক আয় প্রমাণিত হয়। এই ভিত্তিতে যে, অন্যান্য নথির অভাবে, বেতন শংসাপত্র এবং নিয়োগকর্তার মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়নি, উচ্চ আদালত অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত ন্যূনতম মজুরীকে প্রাসঙ্গিক সময়ে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে এগিয়ে যায়। [আনুচ্ছেদ ১৬][৯৪১-সি]

৫. কিন্তু, এই আদালত মনে করে না যে হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদিত হতে পারে। জেরা চলাকালীন একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে, পিডব্লিউ-২-কে বেতন ভাউচার পেশ করার আহ্বান জানিয়ে, তিনি উত্তর দিয়েছেন বলে মনে হয় যে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং রেকর্ডগুলি উপলব্ধ নেই। এটি হাইকোর্টের পক্ষে পিডব্লিউ-২-এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করার ভিত্তি হতে পারে না। [আনুচ্ছেদ ১৭][৯৪১-ডী]

৬. হাইকোর্টের উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে মৌখিক সাক্ষ্যের প্রশংসা করার জন্য প্রথম দিকের আদালত আরও ভাল অবস্থানে ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত পিডব্লিউ-২-এর মৌখিক সাক্ষ্য অচল থেকে যায় এবং তাই প্রথম দিকের আদালত বিশ্বাস করে, ততক্ষণ পর্যন্ত হাইকোর্টের তাঁর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল না। সর্বোপরি, এই মামলার উদ্দেশ্যে পিডব্লিউ-২ গঠন করা হয়েছিল বলে কোনও অভিযোগ ছিল না। তাঁর সাক্ষ্যে কোনও দ্বন্দ্বও ছিল না। তাঁর জারি করা শংসাপত্র দ্বারা সমর্থিত কোনও নিয়োগকর্তার সাক্ষ্যের বিপরীতে, হাইকোর্টের অদক্ষ কর্মসংস্থানের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক অনুমান বেছে নেওয়া উচিত ছিল না। অতএব, মৃত ব্যক্তির মাসিক আয় সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক ছিল। [আনুচ্ছেদ ১৮][৯৪১-ই-জি]

৭. গুণক সম্পর্কিত শেষ সংখ্যায় এসে ট্রাইব্যুনাল দুর্ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির বয়সের ভিত্তিতে ১৮-এর গুণক প্রয়োগ করে। কিন্তু হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে ১৪-এর গুণক প্রয়োগ করে যে গুণকের পছন্দ নির্ভর করবে হয় ভুক্তভোগীর বয়সের উপর অথবা দাবিদারদের বয়সের উপর, যেটি বেশি তার উপর। [আনুচ্ছেদ ১৯][৯৪১-জি-এইচ; ৯৪২-এ]

৮. তবে দুর্ভাগ্যবশত উচ্চ আদালত লক্ষ্য করেনি যে সুসাম্মা থমাস মামলার সিদ্ধান্ত ০৬-০১-১৯৯৩ তারিখে প্রদান করা হয়েছিল, যা ১৯৯৪ সালের আইন ৫৪ অনুযায়ী দ্বিতীয় তফসিল যুক্ত হওয়ার আগের ঘটনা। উপরন্তু, সুসাম্মা থমাস মামলায় আদালত যে বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল, তা হলো ডেভিস বনাম পাওয়েল (১৯৪২) এসি ৬০১ মামলায় নির্ধারিত নির্ভরতার ক্ষতির গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে কিনা অথবা ন্যাস বনাম ব্রিটিশ কলম্বিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কো. লি. (১৯৫১) এসি ৬০১ মামলায় উদ্ভূত বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে কিনা। [আনুচ্ছেদ ২১][৯৪২-ই-এফ]

৯. ত্রিলোক চন্দ্র কেবল সুসাম্মা থমাস মামলায় নির্ধারিত নীতি নিশ্চিত করেছেন যে ক্ষতিপূরণের মূল্যায়নের জন্য গুণক পদ্ধতি একটি যথাযথ পদ্ধতি এবং ১৯৩৯ সালের আইনের ধারা ১১০বি-এর ভিত্তিতে গুণক পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। ত্রিলোক চন্দ্র এটিও উল্লেখ করেছেন

যে ১৯৯৪ সালে ধারা ১৬৩ক এবং দ্বিতীয় তফসিল যুক্ত করে আইনটি সংশোধিত হয়েছে।যদিও ত্রিলোক চন্দ্রের (উপান্তিম অনুচ্ছেদে) মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে গুণকটির নির্বাচন সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৃতের বয়সের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না, তবুও মৃত ব্যক্তির বয়স এবং দাবিদারের বয়সের মধ্যে পছন্দের প্রশ্নটি সেই ক্ষেত্রে সরাসরি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়নি। [আনুচ্ছেদ ২২][৯৪২-এফ-জি; ৯৪৩-এ]

১০. রায়ের ৪০ নং অনুচ্ছেদ থেকে দেখা যায়, সরলা বর্মায় শেষ পর্যন্ত যা সুপারিশ করা হয়েছিল, তা ছিল একটি গুণক, যা দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত গুণকের সঙ্গে সুসাম্মা থমাস, ত্রিলোক চন্দ্র এবং চার্লিকে যুক্ত করে করা হয়েছিল। [আনুচ্ছেদ ২৪][৯৪৪-বি]

১১. যাইহোক, রেশমা কুমারী বনাম মদন মোহন যখন দুই সদস্যের বেঞ্চের সামনে শুনানির জন্য এসেছিলেন, তখন বেঞ্চ ভেবেছিল যে দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট গুণককে ১৬৬ ধারার অধীনে আসা কোনও মামলায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ গণনার জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে নেওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্নটি বৃহত্তর বেঞ্চ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, বিশেষত দ্বিতীয় তফসিলে ত্রিলোক চন্দ্রের মধ্যে উল্লিখিত ত্রুটিগুলির আলোকে। তিন সদস্যের বেঞ্চ ত্রিলোক চন্দ্র এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে এবং সরলা বর্মায় প্রদত্ত সারণিকে অনুমোদন করে। রেশমা কুমারীর প্রতিবেদনের ৩৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সরলা বর্মা অনুসরণ করলে মারাত্মক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে গুণক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য এড়ানো যেতে পারে। [আনুচ্ছেদ ২৫][৯৪৪-সি-ডী]

১২. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির আলোকে, কোনও বিভ্রান্তির কোনও ৭ 'জায়গা ছিল না এবং হাইকোর্ট একদিকে ত্রিলোক চন্দ্র এবং অন্যদিকে পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব কল্পনা করেছে বলে মনে হয়। [আনুচ্ছেদ ২৭][৯৪৪-জি]

১৩. এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে উচ্চ আদালত একটি গুরুতর ত্রুটি করেছে (i) ভুক্তভোগীকে অবদানমূলক অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে (ii) মৃত ব্যক্তির কর্মসংস্থান এবং মাসিক আয় সম্পর্কিত পিডব্লিউ-২-এর প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে এবং (iii)

১৮ এর পরিবর্তে ১৪ এর গুণক প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে। অতএব, আপিলটি মঞ্জুর করা হলো এবং হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ বাতিল করা হলো। ট্রাইব্যুনালের রায় পুনরুদ্ধার করা হবে। খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ থাকবে না। [আনুচ্ছেদ ২৯][৯৪৫-বি]

মুন্না লাল জৈন বনাম বিপিন কুমার শর্মা জেটি ২০১৫ (৫) এসসি ১: [২০১৫] ৭ এসসিআর ২০৭-এর উপর নির্ভরশীল।

ইউ. পি. এস. আর. টি. সি বনাম ত্রিলোক চন্দ্র (১৯৯৬) ৪ এস. সি. সি ৩৬২: [১৯৯৬] ২ সম্পুরক. এস. সি. আর ৪৪; জেনারেল ম্যানেজার, কেরালা এস. আর. টি. সি বনাম সুসাম্মা থমাস (১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ১৭৬; সরলা ভার্মা ও-ওরস বনাম দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ও অন্য (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ১২১: [২০০৯] ৫৩ এস. সি. আর ১০৯৮; রেশমি কুমারী ও ওরস বনাম মদন মোহন ও অন্য (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ৬৫: [২০১৩] ২ এস. সি. আর ৭০৬; সুসাম্মা থমাস, ত্রিলোক চন্দ্র ও চার্লি (২০০৫) ১০ এস. সি. সি ৭২০: [২০০৫] ২ এস. সি. আর ১১৭৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

'মামলা আইন রেফারেন্স

[১৯৯৬১ ২ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৪৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৯
(১৯৯৪) ২ এস. সি. সি. ১৭৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০০৯] ৫ এস. সি. আর. ১০৯৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২০
[২০১৩] ২ এস. সি. আর. ৭০৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২০
[২০১৩৫] ৭ এস. সি. আর. ২০৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২০
[২০০৫] ২ এস. সি. আর. ১১৭৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৪

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০-এর দেওয়ানী আপিল নং ৭৯।

দিল্লী হাইকোর্টের, নতুন দিল্লীতে, মোটর দুর্ঘটনা আবেদন নং ৪৩১ অফ ২০১৬ এর ১৮.০৭.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুতপ।

শ্রীমতি সবিতা সিং, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবী।

রোহিত কে. সিনহা, টি. মহিপাল, অজয় জৈন,জিতেন্দ্র জৈন, ব্রিজেশ যাদব, অভিষেক জৈন, আই.সি. জাইন, আইনজীবীরা প্রতিপক্ষদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ভি. রামসুব্রমণিয়ান, বিচারপতি

১. অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২. মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১১,৬৬,৮০০/- টাকা থেকে কমিয়ে ৪,১৪,০০০/- টাকা করার হাইকোর্টের আদেশে মর্মাহত হয়ে মৃত দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তির বাবা-মা উপরোক্ত আবেদন করেছেন।

৩. আমরা আপিলকারীদের পক্ষের আইনজীবী এবং বীমা কোম্পানির পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনেছি।

৪. স্বীকারযোগ্যভাবে, আপিলকারীদের ২৩ বছর বয়সী পুত্র ৭.০৯.২০০৮ তারিখে মারা যান, যা ৫.০৯.২০০৮ তারিখে ঘটে যাওয়া সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাপ্ত আঘাতের ফল। দেখা যায়, ভুক্তভোগী মোটরসাইকেলের পেছনে থাকা দুইজন যাত্রীর একজন ছিলেন এবং একটি গাড়ি মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে তিনি গাড়ি থেকে পড়ে যান। মোটর দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করে যে দুর্ঘটনাটি গাড়ির বেপরোয়া এবং অবহেলামূলক চালনার কারণে ঘটে। এই সিদ্ধান্তটি উচ্চ আদালতও সমর্থন করে, যদিও শর্ত দেয় যে ভুক্তভোগী যৌথ অবহেলার জন্য দায়ী, কারণ দুর্ঘটনার সময় মোটরসাইকেলে তিনজন যাত্রী ছিল, যার ফলে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের ১০% হ্রাসের নির্দেশ দেয়।

৫. ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে আপিলকারীরা দাবি করেন যে দুর্ঘটনার সময় তাদের পুত্রের বয়স ছিল ২৩ বছর এবং তিনি মাসিক ৯,৬০০ টাকার বেতনে একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তার নিয়োগকর্তাকে পিডাব্লিউ-২ হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবং তার দ্বারা প্রদত্ত সনদপত্রটি প্রমাণ হিসেবে প্রদর্শনী পি-১/৮ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পিডাব্লিউ-২ এর সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ না পেয়ে ট্রাইব্যুনাল ১৮-এর গুণক প্রয়োগ করে এবং মৃত ব্যক্তির ব্যাচেলর হওয়ার কারণে ব্যক্তিগত খরচের জন্য বেতনের ৫০% বাদ দিয়ে নির্ভরশীলতার ক্ষতির জন্য ১০,৩৬,৮০০ টাকা নির্ধারণ করে। এছাড়াও, ট্রাইব্যুনাল ভালোবাসা এবং স্নেহের ক্ষতির জন্য ১,০০,০০০ টাকা, শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য ২০,০০০ টাকা এবং সম্পত্তি ক্ষতির জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করে। সুতরাং, মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ১১,৬৬,৮০০ টাকা।

৬. উক্ত ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে বীমা কোম্পানি মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৭৩ এর অধীনে একটি আইনগত আপিল দায়ের করে। আপিলটি প্রধানত দুটি বিষয়ে ছিল: (i) মৃত ব্যক্তি যৌথ অবহেলার জন্য দায়ী, কারণ তিনি মোটরসাইকেলের

পেছনে দুইজন যাত্রীর সাথে ছিলেন; এবং (ii) মৃত ব্যক্তির চাকরি ও আয়ের বিষয়টি সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৭. প্রথম ভিত্তিতে, হাইকোর্ট বলেছিল যে যদিও মৃত ভুক্তভোগী যে মোটর সাইকেলে চড়েছিলেন সেটি পিছন থেকে দ্রুতগতির টিএম গাড়ি দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল, তবে মৃত ব্যক্তিও অবদানমূলক অবহেলার জন্য দোষী ছিলেন, কারণ তিনি অন্য দু 'জনের সাথে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলেন। অতএব, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে অবদানমূলক অবহেলার জন্য ১০ শতাংশের সমতুল্য পরিমাণ কেটে নিতে হবে।

৮. দ্বিতীয় বিষয়ে হাইকোর্ট রায় দেয় যে, নিয়োগকর্তা মৃত ব্যক্তিকে প্রদত্ত বেতনের পরিমাণ প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি পেশ করেননি এবং তাই মৃত ব্যক্তির আয় কেবল সংশ্লিষ্ট সময়ে অদক্ষ শ্রমিকদের প্রদেয় ন্যূনতম মজুরির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। তদনুসারে হাইকোর্ট দুর্ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির আয় প্রতি মাসে ৩৬৮৩ টাকা নির্ধারণ করে, যা সেই সময়ে অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল।

৯. যথাসম্ভব গুণক পদ্ধতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, উচ্চ আদালতইউপিএসআরটিসি বনাম ত্রিলোক চন্দ্র মামলায় এই আদালতের দ্বারা নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে ১৮-এর পরিবর্তে ১৪-এর গুণক প্রয়োগ করে। উক্ত অনুপাত অনুযায়ী, গুণক নির্ধারণের সময় মৃত ব্যক্তির বা দাবিকারীদের বয়স, যেটি বেশি, তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এর ফলে, উচ্চ আদালত মাসিক আয় হিসেবে ৩,৬৮৩ টাকা গ্রহণ করে, ব্যক্তিগত খরচের জন্য ৫০% কর্তন করে, ১৪-এর গুণক প্রয়োগ করে এবং নির্ভরশীলতার ক্ষতির জন্য ৩,১০,০০০ টাকা নির্ধারণ করে। ট্রাইব্যুনালের দ্বারা প্রদত্ত ভালোবাসা ও স্নেহের ক্ষতির জন্য ১,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত উচ্চ আদালত বহাল রাখে, তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খরচ এবং সম্পত্তি ক্ষতির জন্য প্রদত্ত ১০,০০০ টাকা করে বাড়িয়ে ২৫,০০০ টাকা করে নির্ধারণ করে।

১০. এভাবে, উচ্চ আদালত মোট ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪,৬০,০০০ টাকা (৩,১০,০০০ টাকা নির্ভরশীলতার ক্ষতির জন্য; ১,০০,০০০ টাকা ভালোবাসা ও স্নেহের ক্ষতির জন্য; ২৫,০০০ টাকা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খরচের জন্য এবং ২৫,০০০ টাকা সম্পত্তি ক্ষতির জন্য) নির্ধারণ করে। এই পরিমাণ থেকে ১০% যৌথ অবহেলার জন্য কর্তন করে ক্ষতিপূরণ ৪,১৪,০০০ টাকা (৪,৬০,০০০ টাকা থেকে

৪৬,০০০ টাকা কর্তন) নির্ধারণ করা হয়। ক্ষতিপূরণের পরিমাণে এই ব্যাপক হ্রাসে অসন্তুষ্ট হয়ে দাবিকারীরা আমাদের কাছে আপিল করেছেন।

১১. উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায়, হাইকোর্ট ট্রাইব্যুনালের রায়ে হস্তক্ষেপ করেছিল, ৩টি বিষয়ে, যথাঃ (i) অবদানমূলক অবহেলা; (ii) মৃত ব্যক্তির মাসিক আয় এবং (iii) গুণক প্রয়োগ করা হবে। অতএব, আসুন আমরা দেখি যে এই প্রতিটি গণনার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পি সঠিক ছিল কিনা।

১২. নথি থেকে দেখা যায় যে দুর্ঘটনাটি ৫.০৯.২০০৮-এ সকাল ২টার দিকে ঘটেছিল। অতএব, রাস্তায় ভারী যানজটের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ট্রাইবুনেলের অনুসন্ধানে, হাইকোর্টের দ্বারা নিশ্চিত হওয়া মতে, যে মোটর সাইকেলে মৃত ব্যক্তি ভ্রমণ করছিলেন, সেটি পিছন থেকে গাড়ি দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এবং তাই এটি স্পষ্ট ছিল যে দুর্ঘটনাটি গাড়ির বেপরোয়া ও অবহেলার কারণে ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্ট বিতর্কিত আদেশের ৪র্থ অনুচ্ছেদে নিশ্চিত করে যে মোটর সাইকেলটি পিছন থেকে গাড়ি দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল। তবে এটি তবুও বলে যে একটি মোটর সাইকেলে ৩ জন ব্যক্তি ভারসাম্যহীনতা যোগ করতে পারে। হাইকোর্টের আদেশের ৪ অনুচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ

> *"সাক্ষ্যপ্রমাণের যত্ন সহকারে মূল্যায়নের পরে, এই আদালত বীমা সংস্থার আবেদনে সত্যতা খুঁজে পেয়েছে। যদিও এটি সঠিক যে অপরাধী গাড়িটি তার থেকে এগিয়ে যাওয়া মোটর-সাইকেলের বিরুদ্ধে পিছন থেকে আঘাত করার কোনও কাজ ছিল না, এমনকি যদি-মোটর সাইকেলটি অন্য একটি গাড়িকে ওভারটেক করার অনুমতি দেওয়ার জন্য লেন পরিবর্তন করছিল, তবে চালক ছাড়াও কেবল দু 'জনের জন্য একটি মোটর গাড়ি বহন করছিল, পিলিয়নে দু' জন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ভারসাম্যহীনতা যোগ করত।"*

১৩. কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে উপরের কারণটি ত্রুটিপূর্ণ। মৃত ব্যক্তি যে চালক ও অন্যজনের সঙ্গে মোটর সাইকেলে চড়েছিলেন, তা তাঁকে অবদানমূলক অবহেলার জন্য দোষী করে তুলতে পারে না। সর্বাধিক এটি তাকে আইন লঙ্ঘনের পক্ষ হওয়ার জন্য দোষী করে তুলবে। মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর ১২৮ ধারা, দুই চাকার মোটর সাইকেল চালকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, মোটর সাইকেলে একাধিক ব্যক্তিকে বহন না করার জন্য। ২০১৯ সালের সংশোধনী আইন ৩২ দ্বারা যুক্ত ১৯৪-গ ধারা, মোটর সাইকেল চালক এবং পিলিয়ন আরোহীদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা নির্ধারণ করে। অতএব, একজন ব্যক্তি চালকের সাথে এবং আরও একজন

ব্যক্তির সাথে মোটরসাইকেলে পিছনে যাত্রী ছিলেন, এই বিষয়টি আইনের লঙ্ঘন হতে পারে। তবে এই ধরনের লঙ্ঘন, এর চেয়ে বেশি কিছু ছাড়া, অবদানমূলক অবহেলার দিকে পরিচালিত করতে পারে না, যদি না এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে অন্য দুজনের সাথে তাঁর গাড়ি চালানোর কাজটি দুর্ঘটনা বা ভুক্তভোগীর উপর দুর্ঘটনার প্রভাবের জন্য অবদান রেখেছিল। লঙ্ঘন এবং দুর্ঘটনার মধ্যে অবশ্যই একটি কার্যকরী সংযোগ থাকতে হবে বা লঙ্ঘন এবং ভুক্তভোগীর উপর দুর্ঘটনার প্রভাবের মধ্যে একটি কার্যকরী সংযোগ থাকতে হবে। কখনও কখনও এমনটা ঘটতে পারে যে, দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বা আহতদের আঘাত আরও কম হতে পারত, যদি ভুক্তভোগী আইন লঙ্ঘন না করতেন। অন্যথায় সাধারণ আঘাতের ফলে যা হতে পারত, তার ফলে ভুক্তভোগী আইন লঙ্ঘনের কারণে গুরুতর আঘাত বা এমনকি মৃত্যুও হতে পারত। এমন ক্ষেত্রে, যেখানে আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বা প্রভাব হ্রাস করা যেত, যাতে অবদানমূলক অবহেলার নীতি প্রয়োগ করা যেত। এটি বীমাকারীর ক্ষেত্রে নয় যে দুর্ঘটনাটি মোটর সাইকেলে থাকা তিন ব্যক্তির কারণে ঘটেছে। এমনকি বীমাকারীর ক্ষেত্রেও দুর্ঘটনাটি এড়ানো যেত না, যদি তিনজন ব্যক্তি মোটর সাইকেলে না চড়েন। এই সত্যটি স্বীকার করা হয় যে মোটর সাইকেলটি পিছন থেকে গাড়ি দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল। মজার বিষয় হল, ট্রাইব্যুনাল দ্বারা রেকর্ড করা অনুসন্ধান যে মৃত ব্যক্তি হেলমেট পরেছিলেন এবং গাড়িটি পিছন থেকে মোটর সাইকেলে ধাক্কা মারার পরে মৃত ব্যক্তিকে ছিটকে দেওয়া হয়েছিল, তারা সকলেই অভিযুক্ত নয়। অতএব, হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত যে মোটর সাইকেলের পিলিয়নে ২ জন ব্যক্তি ভারসাম্যহীনতা যোগ করতে পারে, তা অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আবেদন বা রেকর্ডের প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়। পিডব্লিউ-৩ থেকে কিছুই বের করা হয়নি যার ফলে পিলিয়নে ২ জন ব্যক্তি ভারসাম্যহীনতা যোগ করেছেন।

১৪. অতএব, মৃত ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে অন্যায় কাজটি দুর্ঘটনা বা আঘাতের প্রকৃতির জন্য অবদান রাখে তা দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণের অভাবে, ভুক্তভোগীকে অবদানমূলক অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেত না। অতএব অবদানমূলক অবহেলার জন্য ১০ শতাংশ হ্রাস করা স্পষ্টভাবে অযৌক্তিক এবং এটি বাতিল করতে হবে।

১৫. দ্বিতীয় বিষয়টি যার উপর হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির কর্মসংস্থান এবং তার দ্বারা অর্জিত মাসিক আয় সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে উল্টে দেয়। দাবিদারদের মতে, দুর্ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির বয়স ছিল ২৩ বছর এবং তিনি এমনকি ছিলেন না।

দাবিদারদের মতে, দুর্ঘটনার সময় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির বয়স ছিল ২৩ বছর এবং তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষাও পাস করেননি। কিন্তু, মাসিক বেতন ৯৬০০/- টাকা এ সর্বশ্রী চন্দ্র অ্যাপারেলস নামক একটি প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন বলে জানা যায়। প্রতিষ্ঠানের একক মালিককে পি.ডব্লিউ.-২ হিসাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং বেতনের সার্টিফিকেটটি প্রদর্শনী পি.ডব্লিউ.-১/৮ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ট্রাইব্যুনাল, যারা সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিল এবং ফলস্বরূপ সাক্ষীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিল, বিশেষভাবে রেকর্ড করেছিল যে পি.ডব্লিউ.-২ এর সাক্ষ্য বাতিল করার কোনো কারণ নেই।

১৬. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাইকোর্ট ভেবেছিল যে নিয়োগকর্তার বেতন ভাউচার এবং আয়কর রিটার্ন সহ অন্যান্য নথি পেশ করা উচিত ছিল, যাতে কর্মসংস্থানের প্রকৃতি এবং মাসিক আয় প্রমাণ করা যায়। অন্যান্য নথির অভাবে, বেতন শংসাপত্র এবং নিয়োগকর্তার মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না, উচ্চ আদালত অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত ন্যূনতম মজুরীকে উপযুক্ত সময়ে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে এগিয়ে যায়।

১৭. কিন্তু আমরা মনে করি না যে হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদিত হতে পারে। জেরা চলাকালীন একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে, পিডব্লিউ-২-কে বেতন ভাউচার পেশ করার আহ্বান জানিয়ে, তিনি মনে হয় উত্তর দিয়েছিলেন যে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং রেকর্ডগুলি উপলব্ধ নেই। এটি হাইকোর্টের পক্ষে পিডব্লিউ-২-এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করার ভিত্তি হতে পারে না।

১৮. হাইকোর্টের উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে মৌখিক সাক্ষ্যের প্রশংসা করার জন্য প্রথম দিকের আদালত আরও ভাল অবস্থানে ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত পিডব্লিউ-২-এর মৌখিক সাক্ষ্য অচল থেকে যায় এবং তাই প্রথম দিকের আদালত বিশ্বাস করে, ততক্ষণ পর্যন্ত হাইকোর্টের তাঁর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল না। সর্বোপরি, এই মামলার উদ্দেশ্যে পিডব্লিউ-২ টিটিএম স্থাপন করা হয়েছিল বলে কোনও অভিযোগ ছিল না। তাঁর সাক্ষ্যে কোনও দ্বন্দ্বও ছিল না। তাঁর জারি করা শংসাপত্র দ্বারা সমর্থিত কোনও নিয়োগকর্তার সাক্ষ্যের বিপরীতে, হাইকোর্টের অদক্ষ কর্মসংস্থানের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক অনুমান বেছে নেওয়া উচিত ছিল না। অতএব, মৃত ব্যক্তির মাসিক আয় সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক ছিল।

১৯. গুণক সম্পর্কিত শেষ সংখ্যায় এসে, ট্রাইব্যুনাল দুর্ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির বয়সের ভিত্তিতে ১৮-এর গুণক প্রয়োগ করে। কিন্তু হাইকোর্ট ১৪ এর একটি গুণক প্রয়োগ করেছে এই যুক্তিতে যে গুণকের পছন্দ হয় ভুক্তভোগীর বয়সের উপর অথবা দাবিদারদের

বয়সের উপর নির্ভর করবে, যেটি বেশি। হাইকোর্টের মতে, জেনারেল ম্যানেজার, কেরালা এসআরটিসি বনাম সুসাম্মা থমাস[২] এ এই নীতিটি স্থাপন করা হয়েছিল, এবং এটি এই আদালতের তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ দ্বারা ইউপিএসআরটিসি বনাম ত্রিলোক চন্দ্র (উপরোক্ত) তেও অনুমোদিত হয়েছিল।

২০. হাইকোর্ট আরও উল্লেখ করেছে যে, সরলা ভার্মা ও অন্যান্য বনাম দিল্লি পরিবহণ নিগম ও অন্যান্য[৩]-এ অনুমোদিত শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে গুণকের পছন্দটি পরবর্তী দুটি সিদ্ধান্তে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল, যথাঃ (১) রেশমিত কুমারী ও অন্যান্য বনাম মদন মোহন ও অন্য[৪] এবং বনাম মুন্না লাল জৈন বনাম বিপিন কুমার শর্মা[৫]। কিন্তু হাইকোর্ট ভেবেছিল যে সুসাম্মা থমাস ও ত্রিলোক চন্দ্রের সিদ্ধান্তগুলি গুণকের পছন্দের ক্ষেত্রে সরাসরি বিন্দুতে ছিল এবং সেই ২টি সিদ্ধান্তে বর্ণিত বিষয়টি সরলা বর্মায় উত্থাপিত হয়নি বা বিবেচনা করা হয়নি বা রায় দেওয়া হয়নি। হাইকোর্টের মতে, দাবিদারদের বয়সের প্রভাব, যেখানে এটি মৃত ব্যক্তির চেয়ে বেশি বলে মনে করা হয়, রেশমা কুমারী এবং মুন্নাল লাল জৈনের ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য আসেনি। অতএব, হাইকোর্ট ভেবেছিল যে ত্রিলোক চন্দ্রের মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত অনুসরণ করতে বাধ্য।

২১. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাইকোর্ট এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, ১৯৯৪ সালের ৫৪ নং আইনের অধীনে দ্বিতীয় তফসিলের জি-কে অন্তর্ভুক্ত করার আগে সুসাম্মা থমাসের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি '০৬-০১-১৯৯৩'-এ দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি, সুসাম্মা থমাসের ক্ষেত্রে আদালত যা উদ্বিগ্ন ছিল তা হল ডেভিস বনাম পাওয়েল (১৯৪২) এসি ৬০]-এ প্রস্তাবিত নির্ভরতার ক্ষতি নির্ধারণের সাথে জড়িত গুণক পদ্ধতি বা ন্যান্স বনাম ব্রিটিশ কলম্বিয়া বৈদ্যুতিক সরবরাহ সংস্থা লিমিটেড (১৯৫১) এসি ৬০১-এ বিকশিত বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত কিনা।

২২. ত্রিলোক চন্দ্র কেবল সুসাম্মা থমাস-এ বর্ণিত নীতিটি নিশ্চিত করেছেন যে গুণক পদ্ধতি হল ক্ষতিপূরণ মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি এবং ১৯৩৯ সালের আইনের এল. আই. ও. বি ধারার ভিত্তিতে গুণক পদ্ধতি থেকে কোনও বিচ্যুতি হওয়া উচিত নয়। ত্রিলোক চন্দ্র আরও উল্লেখ করেছেন যে ১৯৯৪ সালে ধারা ১৬৩ক এবং দ্বিতীয় তফসিল প্রবর্তনের মাধ্যমে আইনটি সংশোধন করা হয়েছিল। যদিও ত্রিলোক চন্দ্র (উপান্তিম অনুচ্ছেদে) এ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে

২ (১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ১৭৬,

৩ (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ১২১

৪ (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ৬৫ ১১

৫ বিচারপতি টি ২০১৫ (৫) এস. সি ১

গুণকের নির্বাচন সব ক্ষেত্রে কেবল মৃতের বয়সের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না, তবুও মৃতের বয়স এবং দাবিদারের বয়সের মধ্যে পছন্দের প্রশ্নটি সেই ক্ষেত্রে সরাসরি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়নি।

২৩. কিন্তু সরলা ভার্মা, যদিও দুই সদস্যের বেঞ্চে ছিলেন, সুসাম্মা এবং ত্রিলোক চন্দ্রের কথা বিবেচনা করেছিলেন এবং তারপরে ৪১ এবং ৪২ অনুচ্ছেদের ১নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রায় দিয়েছিলেনঃ

"৪১. ট্রাইব্যুনাল/আদালত বিভিন্ন কার্যকরী গুণক পদ্ধতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করে। কিছু সুসাম্মা থমাস-এর ভিত্তিতে গুণক প্রয়োগ করে [উপরের টেবিলের কলাম (২)-এ বর্ণিত]; কিছু ত্রিলোক চন্দ্র-এর ভিত্তিতে [উপরের কলাম (৩)-এ বর্ণিত]; কিছু চার্লি-এর ভিত্তিতে [উপরের কলাম (৪)-এ বর্ণিত]; অনেকেই মোটর যানবাহন আইন (এমভি অ্যাক্ট)-এর দ্বিতীয় তফসিলের টেবিলের দ্বিতীয় কলামে প্রদত্ত গুণক অনুসরণ করে [উপরের কলাম (৫)-এ বর্ণিত]; এবং কিছু আসলে দ্বিতীয় তফসিলে গৃহীত গুণক প্রয়োগ করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে [উপরের কলাম (৬)-এ বর্ণিত]। উদাহরণস্বরূপ, যদি মৃত ব্যক্তির বয়স হয় ৩৮ বছর, তবে গুণক হবে সুসাম্মা থমাস অনুযায়ী ১২, ত্রিলোক চন্দ্র অনুযায়ী ১৪, চার্লি অনুযায়ী ১৫, অথবা মোটর যানবাহন আইনের দ্বিতীয় তফসিলের দ্বিতীয় কলাম অনুযায়ী ১৬ কিংবা দ্বিতীয় তফসিলে গৃহীত গুণক অনুযায়ী ১৫। কিছু ট্রাইব্যুনাল, যেমন এই ক্ষেত্রে, অবসর গ্রহণের বয়সের ভিত্তিতে অবশিষ্ট সেবা বছর হিসাব করে ২২-এর গুণক প্রয়োগ করে। এই ধরনের অসামঞ্জস্য এড়ানো প্রয়োজন। আমরা মোটর যানবাহন আইন (এমভি অ্যাক্ট)-এর ধারা ১৬৬-এর আওতায় পড়া মামলাগুলির বিষয়ে উদ্বিগ্ন, ধারা ১৬৩ক নয়। ধারা ১৬৬-এর আওতায় থাকা মামলাগুলিতে ডেভিস পদ্ধতি প্রযোজ্য।

৪২. সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত দিচ্ছি যে যে গুণকটি ব্যবহার করা হবে তা হবে উপরের টেবিলের কলাম (৪)-এ বর্ণিত (যা সুসাম্মা থমাস, ত্রিলোক চন্দ্র, এবং চার্লি-এর ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে)। এটি ১৮-এর কার্যকরী গুণক দিয়ে শুরু হয় (১৫-২০ এবং ২১-২৫ বছর বয়সের জন্য), এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর ১ ইউনিট করে হ্রাস পায়, অর্থাৎ ২৬-৩০ বছরের জন্য গুণক ১৭, ৩১-৩৫ বছরের জন্য গুণক ১৬, ৩৬-৪০ বছরের জন্য গুণক ১৫, ৪১-৪৫ বছরের জন্য গুণক ১৪, এবং ৪৬-৫০ বছরের জন্য গুণক ১৩। এরপর প্রতি ৫ বছর অন্তর ২ ইউনিট

করে হ্রাস পায়, অর্থাৎ ৫১-৫৫ বছরের জন্য গুণক ১১, ৫৬-৬০ বছরের জন্য গুণক ৯, ৬১-৬৫ বছরের জন্য গুণক ৭, এবং ৬৬-৭০ বছরের জন্য গুণক ৫।

২৪. সারলা ভার্মা মামলার রায়ের প্যারাগ্রাফ ৪০ থেকে দেখা যায়, যা শেষ পর্যন্ত সুপারিশ করা হয়েছিল, তা হলো সুসাম্মা থমাস, ত্রিলোক চন্দ্র, এবং চার্লি-এর গুণককে মোটর যানবাহন আইনের দ্বিতীয় তফসিলের গুণকের সাথে তুলনা করে একটি গুণক নির্ধারণ।

২৫. তবে, যখন রেশমা কুমারী বনাম মদন মোহন মামলা একটি দুই সদস্যের বেঞ্চে শুনানির জন্য আসে, বেঞ্চ মনে করেছিল যে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লেখিত গুণক ধারা ১৬৬-এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের একটি গাইড হিসেবে গ্রহণ করা উচিত কি না, এটি একটি বড় বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ত্রিলোক চন্দ্র মামলায় দ্বিতীয় তফসিলের ত্রুটিগুলির আলোকে এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিন সদস্যের বেঞ্চ ত্রিলোক চন্দ্র এবং পরবর্তী রায়গুলি বিশদভাবে বিবেচনা করে সারলা ভার্মা-তে প্রদত্ত টেবিল অনুমোদন করে। রেশমা কুমারী মামলার প্যারাগ্রাফ ৩৭-এ রায়ে বলা হয়েছিল, যদি সারলা ভার্মা-র সুপারিশ অনুসরণ করা হয়, তবে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে গুণক নির্বাচন নিয়ে যে বিস্তৃত বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা এড়ানো সম্ভব।

২৬. মুন্না লাল জৈন মামলায়, যা তিনজন সম্মানিত বিচারকের বেঞ্চ দ্বারা ছিল, আদালত প্যারাগ্রাফ ১১-এ নিম্নলিখিত মন্তব্য করে:

"গুণক নির্ধারণ মৃত ব্যক্তির বয়সের উপর নির্ভর করবে, না নির্ভরশীলদের বয়সের উপর, এটি দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের বিষয় ছিল; কিন্তু রেশমা কুমারী মামলায় তিন বিচারকের বেঞ্চ এটি চূড়ান্ত করেছে। সেখানে বলা হয়েছিল, গুণক নির্ধারণ মৃত ব্যক্তির বয়সের ভিত্তিতে হবে। একটি কারণ হলো, মৃত ব্যক্তির বয়স নিয়ে নিশ্চিততা থাকে, কিন্তু নির্ভরশীলদের বয়সের ক্ষেত্রে সর্বদা বিতর্কের সুযোগ থাকবে, যেমন, সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে ছোট, এমনকি গড় বয়সও বিবেচনা করা হতে পারে।"

২৭. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে, কোনো বিভ্রান্তির জায়গা ছিল না, এবং উচ্চ আদালত ত্রিলোক চন্দ্র এবং পরবর্তী রায়গুলির মধ্যে একটি কল্পিত সংঘাত দেখেছে বলে মনে হয়।

২৮. এটি সত্য হতে পারে যে দুর্ঘটনার শিকার একজন ৯০ বছর বয়সী মাকে একমাত্র নির্ভরশীল হিসাবে রেখে যেতে পারে। এইরকম ক্ষেত্রেই সম্ভবত ত্রিলোক চন্দ্রতে উত্থাপিত নীতিটি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে, মুন্না লাল জৈন,

[৬](২০০৫) ১০ এসসিসি ৭২০

যা একটি বৃহত্তর বেঞ্চের, বিশেষ করে এই প্রকৃতির ক্ষেত্রে আমাদের বাধ্য করে।

২৯. এইভাবে, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট একটি গুরুতর ভুল করেছে (i) ভুক্তভোগীকে অবদানমূলক অবহেলার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে (ii) মৃত ব্যক্তির কর্মসংস্থান ও মাসিক আয় সম্পর্কিত পিডব্লিউ-২-এর প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে এবং (iii) ১৮-এর পরিবর্তে ১৪-এর গুণক প্রয়োগ করে। অতএব, আপিল অনুমোদিত হয় এবং হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ বাতিল করা হয়। ট্রাইব্যুনালের রায় পুনরুদ্ধার করা হবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu